ইতিহাস এষণা

৩

সম্পাদনা

সিদ্ধার্থ গুহ রায়

Scanned with OKEN Scanner

ইতিহাস ও ইতিহাস আশ্রিত বিষয় নির্ভর আন্তর্জাতিক
আলোচনাচক্রে পঠিত গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

A collection of peer-reviewed selected interdisciplinary research papers presented at the International Conferance of Bangiya Itihas Samiti Kolkata held at Sanskrit College and University, Kolkata on 24th and 25th August 2019

ISBN : 978-81-929386-9-1

প্রথম প্রকাশ
২৫ মার্চ, ২০২২

কপিরাইট
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা

প্রকাশক
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতির কলকাতা-র পক্ষে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত

বর্ণসংস্থাপন: সম্পাদনা ও পরিমার্জন
বিকাশ চৌধুরী

মুদ্রণ
নিম্বার্ক অফসেট
৪এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য ৮০০.০০

Scanned with OKEN Scanner

ISBN : 978-81-929386-9-1

স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবন : প্রসঙ্গ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭-২০১১)

শত্রুঘ্ন কাহার*

সারসংক্ষেপ : ১৮৫৫ সালে রিষড়ায় চটকল স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলার অর্থনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এই চটশিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলায় গড়ে ওঠে এক নতুন শ্রেণি 'শ্রমিক শ্রেণি'। চটশিল্প স্থাপনের প্রথম কুড়ি বছর বাংলার স্থানীয় অধিবাসীরাই এই শিল্পের শ্রমিক চাহিদা পুরন করলেও ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে অভিবাসী শ্রমিকরা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলায় জড়ো হতে থাকে এবং কালক্রমে এই অবাঙালি শ্রমিকরাই চটশিল্পের প্রান হয়ে দাঁড়ায়। প্রাকস্বাধীনতা পর্বে এই অবাঙালি চটকল শ্রমিকদের আর্থসামাজিক জীবনে এক দ্বৈত সত্ত্বা অর্থাৎ অর্ধকৃষক-অর্ধ-শ্রমিক চরিত্র একাধিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে এদের দ্বৈত চরিত্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। বাংলার রাজ্য রাজনীতি ও মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি মিল বহির্ভূত স্থানীয় রাজনীতি— এক ত্রয়ী রাজনীতি একসাথে ক্রিয়াশীল ছিল, যা সমগ্র স্বাধীনতা উত্তর পর্বে লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই চটকল শ্রমিকদের বেঁচে থাকার তাগিদে রাজনৈতিক জীবনে ক্রমাগত পরিবর্তনকে তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সূচকশব্দ : চটকল, দ্বৈতসত্ত্বা, বিশ্বায়ন, অর্থনীতি, রাজনীতি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব। ১৭৫৭ পলাশী যুদ্ধে জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপন তথা হস্তশিল্পের অবক্ষয়ের যে সূচনা ঘটে তার আংশিক সমাপ্তি ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কটন, চটকল, বাগিচা ও অন্যান্য শিল্প প্রসারের মধ্য দিয়ে। এর ফলে বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে। সংখ্যার চাইতেও অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক দিয়ে এরা বাংলার রাজনৈতিকসামাজিকসাংস্কৃতিক পটভূমিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রথমদিকে চটশিল্পে বাঙালি শ্রমিকই সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু ১৮৯০ এর দশক থেকে নানা কারণে বাঙালি শ্রমিকের অনুপাতের হার কমতে থাকে। এবং বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ থেকে এমনকি মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ থেকেও বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক বাংলায় জড়ো হতে থাকে।[১] এভাবে বাংলার বৃহৎ শিল্পগুলির শ্রমিক শ্রেণি বহু প্রদেশ, ধর্ম ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

স্বাভাবিক ভাবে এই চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুমাত্রিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতা পূর্বে বাংলায় প্রসারিত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ। নরমপন্থী, চরমপন্থী, গান্ধীর

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।

Scanned with OKEN Scanner

নেতৃতে জনগণ কেন্দ্রিক আন্দোলন তথা কমিউনিস্টদের শ্রেণিসংঘাত তথা সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ বাংলায় সদ্যজাত শ্রমিকশ্রেণিকে প্রভাবিত করে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল তাদের নিজস্ব অভাবঅভিযোগ যা প্রতিফলিত হয়েছিল তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তর যুগে এই শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ধাপ লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা উত্তর যুগে তাদের এই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে আমরা তিনটি পৃথক পর্যায় ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। এগুলি হল যথাক্রমে— ১. ১৯৪৭-১৯৬৭ পর্যন্ত প্রথমপর্ব যখন কেন্দ্র তথা রাজ্যগুলিতে নিরবিচ্ছিন্ন কংগ্রেসি শাসন কায়েম আছে। ২. ১৯৬৭-১৯৯০ পর্যন্ত দ্বিতীয়পর্ব, বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি, তাদের জঙ্গি আন্দোলন ও ক্ষমতা দখল তথা শাসনের প্রথম ১০ বছর। ৩. ১৯৯০-২০১১ পর্যন্ত তৃতীয়পর্ব অর্থাৎ বামপন্থীদের ক্রমশ অবক্ষয় তথা বিশ্বায়নের কুপ্রভাবে অবনতির সময়পর্ব।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বাংলার চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্ব আলোচনার পূর্বে প্রাকস্বাধীনতা পর্বের এদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা জরুরি। প্রথমেই মনে রাখতে হবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গান্ধিবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান হওয়ায় এবং এই চটকল শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ বিহার, উত্তরপ্রদেশের লোক হওয়ায় এদের ওপর গান্ধীর প্রভাব ছিল ব্যাপক। অন্যদিকে ১৯২০র দশক থেকেই এই শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন শ্রমিক নেতারা এই শ্রমজীবীদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়।[২] আবার এই শ্রমজীবীদের পরিবার গ্রামে থাকায় প্রাথমিক পর্যায় এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় অর্থ উপার্জন ও তা দেশে অর্থাৎ গ্রামে সরবরাহ করা। ফলে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে এদের নাড়ীর যোগ ছিল না, তাই প্রাকস্বাধীনতা পর্বে মূলত অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করেই এদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হত। এবিষয়গুলির সাথে যুক্ত হয়েছিল অজানাঅচেনা বাংলায় এই শ্রমজীবীদের সম্পূর্ণরূপে সর্দারদের ওপর নির্ভরশীলতা। প্রাথমিক পর্যায় এই সর্দাররাই শ্রমজীবীদের নেতা ছিল এবং এদের দ্বারাই এই শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সঞ্চারিত হত।[৩] আবার ধীরে ধীরে এই শ্রমজীবীরা বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতির বাইরে নিজেদের আপন এক পৃথক স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচনায় ব্রতী ছিল। তাদের এই নব সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় স্বাধীনতা উত্তর পর্বে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে একই সঙ্গে তিনটি পৃথক ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত বাংলার বৃহত্তর রাজনীতি যেখানে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দুই দশক কংগ্রেসি রাজনীতির নিরঙ্কুশ শাসন ও পরবর্তী দশকে বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শাসন ক্ষমতা দখল লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত চটকল মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যা সাধারণত চটকল শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। এবং তৃতীয়ত চটকল মিল বহির্ভূত স্থানীয় রাজনীতি যেখানে ধর্ম-সংস্কৃতিভাষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ১৯৪৭ থেকে ২০১১ সময়পর্বে এই ত্রয়ী রাজনৈতিক ধারা কখনো পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, কখনো সমান্তরাল পথে চলেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে যার এক বড় মূল্য দিতে হয় বাংলার এই চটশিল্পকে। বাংলা ভাগের ফলে চটকলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলেও পাট উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চল পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার

Scanned with OKEN Scanner

দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রধান হয়ে দাঁড়ালে চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমস্যা গৌণ হয়ে পড়ে। তাছাড়া সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা চটকল শ্রমিকদের কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। গান্ধীজির প্রতি তাদের অক্ষুণ্ণ আস্থারই ফল ছিল যে স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক এই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে কংগ্রেসি প্রভাব অপ্রতিরোধ্য ছিল। চটকল শ্রমজীবীদের মধ্যে কংগ্রেসি রাজনীতির অপ্রতিরোধ্যতার পেছনে এছাড়াও একাধিক বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রধানত চটকল শ্রমিকদের প্রাকস্বাধীনতা চরিত্র এপর্বেও বজায় ছিল। সর্দারদের কেন্দ্র করেই এদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হত।[৪] তাছাড়া এই পর্ব পর্যন্ত তাদের মধ্যে শ্রেণি চরিত্রের চেয়ে জাতি-ধর্ম-ভাষা-প্রদেশ ভিত্তিক রাজনীতির প্রকাশ ঘটে। এই পর্বে উক্ত অঞ্চলে বিধান সভা ইলেকশন রেকোর্ড দেখলে বোঝা যায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ভাটপাড়া, নোয়াপাড়া, টীটাগড় এর মত অবাঙালি চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন কংগ্রেসি শাসন কায়েম ছিল। ভাটপাড়ায় দয়ারাম বেরী, সত্যনারায়ণ সিং, টীটাগড় এ কৃষ্ণকুমার শুক্লা প্রমুখেরা ছিলেন এই চটকল শ্রমজীবীদের নেতা।[৫] এরা প্রত্যেকে প্রথম জীবনে কোনও না কোনও ভাবে চটকল জীবনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। সুতরাং স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক চটকল অঞ্চল গুলিতে কংগ্রেসি প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ।

কেন্দ্র তথা চটকল অঞ্চলগুলিতে কংগ্রেসি প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকার আর একটি কারন ছিল উক্ত অঞ্চলে বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাওয়া। প্রাকস্বাধীনতা ১৯৩৭ এ এই কমিউনিস্টরাই চটকলের জঙ্গি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু পরবর্তী এক দশকের মধ্যেই চটকল শ্রমজীবীদের ওপর তাদের প্রভাব কমতে থাকে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার পর পরই অর্থাৎ ১৯৪৭ এ শ্রমিক সংগঠন আই.এন.টি.ইউ.সি.-তে ভাঙ্গন দেখা যায়। বাংলার কংগ্রেসিদের ভেতর থেকেই ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট অধ্যুষিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক সংগঠনের দাবি উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯৪৭ এর মে মাসে আই.এন.টি.ইউ.সি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় এর প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হয় জুন মাসে। অবশ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আই.এন.টি.ইউ.সি.-কে কোনও একমাত্রিক সংগঠন ভাবা ভুল হবে। এদেশে কংগ্রেসের ভেতর যেমন অসংখ্য গোষ্ঠী ছিল, সেই গোষ্ঠীদন্দ্ব আই.এন.টি.ইউ.সি.-র ভেতরেও দেখা যায়। স্বাধীনতা উত্তর যুগে ব্যাপক সরকারি সমর্থন ও মালিকদের আনুকূল্যের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠনে পরিণত হয়। কিন্তু কালক্রমে সাধারনের চোখে আই.এন.টি.ইউ.সি. মালিকদের সমর্থনপুষ্ট 'সরকারি ইউনিয়ন' এর পরিচিতি লাভ করে।[৬]

অন্যদিকে বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪২ এর জনযুদ্ধের শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ধর্মঘট বিরোধী যে অবস্থান কমিউনিস্টরা গ্রহণ করে তার অবসান ঘটতে পরবর্তী দুই দশক সময় লেগে যায়। চরম সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীনে এ.আই.টি.ইউ.সি.-র প্রভাব চটকলগুলিতে কমতে থাকে। ১৯৫২ সালে এ.আই.টি.ইউ.সি.-এর সম্মেলনে কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের বক্তব্য এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তিনি জানান যে এখনও ৯৫ শতাংশ জুটমিল শ্রমিক ইউনিয়নের আওতায় আসেনি।[৭] তবে এই সময় পর্বে বামপন্থীরা নিস্ক্রিয় হয়ে হাতে হাত রেখে বসে থাকে নি। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত দশ বার বোনাসকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট সংগঠিত হয়।[৮] ফলে ধীরে ধীরে বামপন্থীরা এই চটকল শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যার প্রতিফলন ৬০ দশকের শেষ বা ৭০ শতকের প্রথম লগ্ন থেকে দেখা যায় রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে। আবার ৬০ দশকের শেষ লগ্ন থেকে এই চটকল শ্রমজীবীদের সামূহিক চরিত্রের পরিবর্তন

Scanned with OKEN Scanner

ঘটতে থাকে। এরা অভিবাসী শ্রমিকের স্থলে ধীরে ধীরে মিল অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা হতে থাকে ফলে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।৯

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে দ্বিতীয় পর্ব ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০ সময় কালকে চিহ্নিত করা যায়। এই সময় পর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে কিছু মূলগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে চটকল শ্রমিকদের ওপর গান্ধীয়ান বা কংগ্রেসি রাজনীতির প্রভাব ম্লান হয়। দীর্ঘদিন কংগ্রেসি শাসন কায়েম থাকায় এবং কংগ্রেসি প্রভাবাধীন আই.এন.টি.ইউ.সি.-র মত বৃহত্তর শ্রমিক সংগঠন সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করায় শ্রমিকদের নজরে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কমতে থাকে। অন্যদিকে ৬০ এর দশকের শেষ দিক থেকেই উক্ত অঞ্চলে অভিবাসী অবাঙ্গালি শ্রমিক ক্রমে উক্ত অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করায় তাদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সুস্থ পরিবেশ প্রভৃতি নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভব ঘটতে থাকে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বামপন্থীরা এই সময় পর্বে ধীরে ধীরে মিল শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে থাকে। এই সময়পর্বের বিধান সভা ইলেকশন রেকোর্ড দেখলে দেখা যাবে দয়ারাম বেরী, কৃষ্ণকুমার শুক্লা প্রমুখের স্থলে কমিউনিস্ট নেতা কম: সীতারাম গুপ্তা, কম: যামিনী সাহা, কম: মহ: আমিন শ্রমিক নেতা রূপে উঠে আসছে। ফলে শ্রমিক আংেদালনও ব্যাপক আকার ধারন করে।[১০]

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে প্রথম বড় শিল্প ধর্মঘট সংগঠিত হয় এই সময়পর্বে। ১৯৩৭ এর চটকল শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলনের ৩২ বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে ৪ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত এক সফল ধর্মঘট সংগঠিত হয়। এই ধর্মঘট বিভিন্ন কারনে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রথমত ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর এটাই প্রথম বড় সুসংগঠিত চটকল ধর্মঘট। দ্বিতীয়ত এই সময় কেন্দ্রে কংগ্রেসি শাসন থাকলেও বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সংগঠিত হয় যার নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট নেতারা। তৃতীয়ত এই ধর্মঘট অতীতের ধর্মঘটের চেয়ে পৃথক ছিল কারণ ব্রিটিশ আমলে বা ১৯৩৭-৩৯ সময় পর্বে কংগ্রেসি আমলের মত ধর্মঘট ভাঙানোর জন্য পুলিশের প্রয়োগ না করে তৎকালীন জোট সরকার এর উপমুখমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মধ্যস্থতায় এক ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। সম্ভবত শ্রমিক ইতিহাসে এই প্রথম ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হল। চটকলে দ্বিতীয় বড় ধর্মঘট সংগঠিত হয় ১৯৭৯ সালে জানুয়ারি-ফ্রেবুয়ারি মাসে ৫০ দিনের জন্য। তৃতীয় বড় ধর্মঘট সংগঠিত হয় ১৯৮৪-তে ৮৪ দিনের জন্য। এই সমস্ত ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিকদের একাধিক দাবি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীত হয়। ১৯৮৪ র সমঝোতা অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিকের ৬৫ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ডি.এ বৃদ্ধি পায় ৫.৬০ টাকা। অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত করে দেখা যায় শ্রমিকদের প্রায় ১০০ টাকার বেশি মজুরির বৃদ্ধি ঘটে। এই সমঝোতার শেষে শহিদ মিনারের মাঠে এক বিশাল সমাবেশ হয় এবং এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ধর্মঘট সমূহের সুষ্ঠু সমাধান হোক তার জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কম: জ্যোতি বসু হস্তক্ষেপ করেছিলেন যা বাঞ্ছনীয় ও প্রাসঙ্গিকও ছিল। সম্ভবত তার জন্যই ধর্মঘট গুলির সমাধান শ্রমিকদের পক্ষেই গিয়েছিল।

এই সময় পর্বেই চটকল অধ্যুষিত শ্রমিকদের বস্তিগুলি ক্রমশ নগরের রূপ নিতে থাকে। এদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সুস্থ পরিবেশ প্রভৃতি সমস্যা আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং এই পর্বে রাজ্য রাজনীতি ও মিলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি স্থানীয় রাজনীতির পরিচয়

Scanned with OKEN Scanner

পেতে কিছু ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োজন। আমাদের বোঝার সুবিধার্থে নোয়াপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত গারুলিয়া মিউনিসিপল অঞ্চলকে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য বেছে নিলাম বিভিন্ন কারণে। প্রথমত উক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাষার লোক বসবাস করে, তেমনি এই অঞ্চলকে ঘিরে আছে বাঙালিদের বাসস্থান ফলে উক্ত অঞ্চলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। উক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথোপোকথনে জানা যায় বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ ৬০-এর দশক থেকেই যামিনী সাহা, অমিয় মুখার্জি, নিমাই সাহা, রবীন্দ্রনাথ বসাক, যদু মাস্টারমশাই প্রমুখরা এই হিন্দিভাষী অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। উক্ত নেতাদের মধ্যে বর্তমানে নিমাই সাহা ছাড়া সকলে প্রয়াত। ২০১১ এর প্রবল রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে নিমাই সাহা গারুলিয়া মিউনিসিপল ইলেকশন এ তাঁর জয়কে অব্যাহত রাখেন এবং একমাত্র বামপন্থী কাউন্সিলর হিসেবে নিজের স্থান বজায় রাখতে সক্ষম হন। ফলে তাদের জনপ্রিয়তা সহজে অনুমেয়।[১২]

সুতরাং বলা যায় এই সময় পর্বে কিছু বামপন্থী নেতারা এই চটকল শ্রমজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৬৯, ১৯৭২, ১৯৮৪ এর তীব্র বামপন্থী আঃেদালনের দ্বারা বামপন্থীরা এই চটকল শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনে প্রবল প্রভাব ফেললেও এদের স্থানীয় রাজনীতিতে এদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ছিল তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। উক্ত সময়পর্বে উল্লেখিত কমিউনিস্ট নেতাদের ছাড়া অন্য কোনও হিন্দিভাষী স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতার নাম পাওয়া যায় না, যদি এক দুজনের নাম পাওয়া গেলেও তার স্থানীয় রাজনীতিতে তেমন গ্রহণযোগ্যতা নজরে পড়ে না। অর্থাৎ এই জনপ্রিয় কমিউনিস্ট নেতারা উক্ত অঞ্চলে তাদের স্থানে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরিতে ব্যর্থ হন। পাশাপাশি এই যোগ্য নেতৃত্বের স্থান পুরনের জন্য এগিয়ে আসে কিছু অবামপন্থী-অকমিউনিস্ট হিন্দিভাষী স্থানীয় নেতারা। এক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলে কেদার সিং, অশোক সিং এর নাম করা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্থানীয় অবাঙালি নেতারা প্রাথমিক জীবনে মিলের সাথে সম্পর্কিত ছিল। উক্ত সময়পর্বে চটকলগুলিতে ক্রমাগত ট্রেড ইউনিয়ন এর কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ায় চটকলগুলিতে সর্দারদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে থাকে। এই সর্দাররাও তাদের বিকল্প অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। এবং দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সর্দাররাই স্থানীয় রাজনীতিতে এই অবাঙালি শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। অবশ্য কালক্রমে রাজনীতিই এই নব উদিত নেতাদের প্রধান জীবিকায় পরিণত হয় এবং মিল জীবনের সাথে এদের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হতে থাকে।[১৩]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর চটকল শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিকে বাংলার রাজ্য রাজনীতি, চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতির সাময়িক সংযোগের ফলে এই চটকল অধ্যুষিত অবাঙ্গালিদের মধ্যেও বামপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্বের প্রথম প্রজন্ম শেষ হতে না হতে বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। কালক্রমে বাংলার রাজ্য রাজনীতি এবং চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বামপন্থীরা নিজ প্রভাব বজায় রাখলেও স্থানীয় রাজনীতিতে তারা অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকে। ফলে উক্ত অঞ্চলে দেখা যায় এক নতুন ধরনের রাজনীতি যা পরিবর্তিত কালে এক সামন্ততান্ত্রিক পরিবারতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করে।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে চটকল শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ২০১১ এক গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব। ১৯৯১ সালে ভারতের আত্মনির্ভর আর্থিক তথা শিল্প নীতিকে বিসর্জন দিয়ে নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বায়ন তথা উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেন। এর

Scanned with OKEN Scanner

এক বিরাট নেগেটিভ প্রভাব পড়ে চটশিল্পের ওপর। এই নীতির ফলে অনেক চটকল বন্ধ হয়ে যায়। বহু চটকলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। চটকলে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমতে থাকে। স্থায়ী শ্রমিকের জায়গায় ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ঠিকা শ্রমিকের বেতন ছিল কম। অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাও এই ঠিকা শ্রমিকদের দিতে হত না। ছাটাই, লকআউট দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। মিলগুলোর হাতবদল হতে থাকে। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বর্তমানে জুটমিলগুলোর হাতবদল শুরু হয়েছে। যারা কিনছে তারা সব আগে কাঁচা পাটের দালালি করত। কাজেই ওরা মালিক হওয়ায় জুটমিল সমূহের ক্ষতির আশঙ্কা। এরা নিয়ম নীতি মানবে না। ইউনিয়ন আর শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেবে না। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনীতিরও পরিবর্তন দেখা যায়।[১৪]

১৯৯০ থেকে ২০১১ সময় পর্বে বাংলার রাজ্য রাজনীতি ছিল বামপন্থীদের অনুকূলে। ১৯৭৭ এ জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে যে বামপন্থী জোট সরকার গঠিত হয়, তা দিনে দিনে আরও শক্তি সঞ্চয় করে। বামপন্থীরা বিধান সভায় আরও আরও বেশি আসন জয় করতে থাকে। এপ্রসঙ্গে ২০০৮ এ বিধান সভা ইলেকশন এর পর ব্রিগেডে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বিখ্যাত উক্তি স্মরণ যোগ্য 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০'।[১৫] কিন্তু চটকল মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চিত্র ছিল অন্য রকম। ১৯৯০ এর দশক থেকেই বামপন্থী তথা শ্রমিক আন্দোলনে নেমে আসে ভাটা। ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় এর ভাষায়, এত লিডার, এত আন্দোলন, এত পার্টী অথচ অবস্থা দিন দিন খারাপই হয়েছে। যেটুকু যা হওয়ার হয়েছিল বামফ্রন্টের প্রথম পাঁচ বছরে আর আগে অভয়ের দেখা বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। কিন্তু এখানে যতই বাম শাসন মজবুত হতে থাকল, আন্দোলন ততই যেন শিথিল হতে থাকল।'' সুতরাং চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৯০ এর দশক থেকে সংগ্রামী চরিত্রের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। চটকলগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বের পূর্বেই বহু লড়াকু নেতাই প্রয়াত হন নতুবা রাজনীতি থেকে অবসর নেন। নতুন প্রজন্মের নেতারা মুখে মার্ক্সবাদের কথা বললেও কর্মে তার প্রতিফলন পাওয়া যায় না। ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় এর ভাষায় এরপর অনেক আদর্শবান নেতাই একে একে বিদায় নিলেন। তাদের শূন্যস্থান পূরণে যারা এগিয়ে এলেন তারাই এখন মালিকের সব জোর জুলুম মেনে নিচ্ছেন। একসময় যারা কথায় কথায় বন্ধ কর, বন্ধ কর শ্লোগান তুলতেন তারাই বলছেন কাম করো, প্রোডাকশন করো। মালিক বাঁচলে তব না তুমহারা রোজিরুটি। এক কদম আগে বড়ো তো দো কদম পিছে হটো।''[১৬]

চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বামপন্থীরা প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ রূপে না হারালেও চটকল বহির্ভূত স্থানীয় রাজনীতিতে চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ইলেকশন রিকোর্ড দেখলে বোঝা যায় ১৯৯০-২০১১ পর্যন্ত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিধান সভায় বামপন্থীদের জয় নিরবিচ্ছিন্ন হলেও এমনকি ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন ওয়েভেলি জুট মিল, গৌরিশঙ্কর জুট মিলে বামপন্থী শ্রমিক ইউনিয়ন ক্ষমতা দখলে রাখলেও ওই একই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চল বা বিধানসভা অন্তর্গত মিউনিসিপলগুলিতে বিশেষত অবাঙালি হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলিতে অবামপন্থী নেতাদের প্রভাব অনেক বেশি বাড়তে থাকে।[১৭] এই নব উদিত অবামপন্থী নেতাদের উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায় এদের প্রথম প্রজন্ম কোনও না কোনও ভাবে চটকলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কালক্রমে উক্ত অবাঙালি অঞ্চলে এদের প্রভাব বাড়তে থাকে। এরা কোনও একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী

Scanned with OKEN Scanner

বলে মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গারুলিয়ার চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত হিন্দিভাষী অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সিং পরিবারের প্রভাব বজায় আছে। বর্তমানে সুনীল সিং উক্ত অঞ্চলে টি.এম.সি. র পৌর প্রধান তথা বিধায়ক, তাঁর বাবা শ্রী কেদার সিং এককালীন কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন আবার কংগ্রেসি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি যথাক্রমে এচ.এম.এস., লোকদল, ফরওয়ার্ড ব্লক এর সদস্য ছিলেন। একই চিত্র দেখা যায় ভাটপাড়া অঞ্চলে যেখানে সত্যনারায়ণ সিং প্রথম জীবনে কংগ্রেস দলের সভ্য হলেও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর সন্তান, অর্জুন সিং টি.এম.সি. সভ্য রূপে উক্ত অঞ্চলে এম.এল.এ., তথা পৌরপ্রধান হন। সুতরাং সহজে অনুমেয় এদের রাজনীতি কোনও একটি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত নয়। আবার এই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশ তথা বিহার এর রাজনীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ উক্ত অঞ্চলেও একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে। ফলে উক্ত অঞ্চলে রাজনীতি ক্রমশ পরিবারতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক রূপ নিতে থাকে।[১৮]

এই চটকল অঞ্চলে অবামপন্থী নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধি আরও একটি কারন উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৭ এ বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম এক দশক চটকল অঞ্চলে বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যামিনী সাহা, অমিয় মুখার্জী, নিমাই সাহা রবীন্দ্রনাথ বসাক প্রমুখের মধ্যে এই চটকল শ্রমজীবীরা নিজেদের দরদি নেতাকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে প্রথম প্রজন্মের নেতারা নিজেদের বিকল্প নতুন নেতা তৈরি করতে পারে নি। এমনকি দীর্ঘ ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সত্ত্বেও উক্ত অঞ্চলগুলিতে বামপন্থী আদর্শ প্রসারে ব্যর্থ হয়, আর স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় বামপন্থী আদর্শ প্রচারের কোনও চেষ্টাই করা হয় নি। মূলত দ্বিতীয় প্রজন্মের বামপন্থী নেতারা চটকল শ্রমিকদের স্থানীয় রাজনীতিকে সেখানকার অবামপন্থী নেতাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া শ্রেয় বলে মনে করতেন। উক্ত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় এক বহুল প্রচলিত শব্দ শুনলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অবাঙালি শ্রমজীবীরা এমনকি বামপন্থী দরদীসমর্থকরাও মনে করে বামপন্থী নেতাদের সাথে এই অবামপন্থী স্থানীয় হিন্দিভাষী নেতাদের এক গোপন সমঝোতা বা বোঝাপড়া আছে যা তারা সমঝোতা বা সেটিং শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করে।[১৯] এই সমঝোতা বা সেটিং এর রাজনীতি করতে গিয়ে বোধ হয় বামপন্থীরা এই হিন্দিভাষী অঞ্চলে তাদের নিজস্ব বামপন্থী নেতা তৈরির কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা করেননি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব' ও 'লবিবাজি' যার ফলে উক্ত অঞ্চলে এই অবামপন্থী নেতাদের উত্থান ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসার সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই উক্ত সময়পর্বে এ অঞ্চলগুলিতে বামপন্থীদের দৈন্য অবস্থা প্রকট হয়। ২০১১ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের যে ঝড় ওঠে তার বহু পূর্বেই এই অবাঙালি শ্রমজীবীদের অঞ্চল থেকে বামপন্থীরা নিশ্চিহ্ন হতে থাকে।[২০]

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় স্বাধীনতা উত্তর যুগে এই চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। চটকল এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে চটকল বহির্ভূত রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য ছিল বিস্তর। স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দুই দশক এই চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ছিল ক্ষীণ। কিন্তু ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০ এর পর্যন্ত চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে বামপন্থীরা সংগ্রামের জোয়ার নিয়ে আসে। যদিও এই বামপন্থীরা চটকল বহির্ভূত শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারি নি। কিন্তু ১৯৯০ এর পরবর্তী

Scanned with OKEN Scanner

বিশ্বায়নের যে নেগেটিব প্রভাব চটশিল্পে পরে তা শ্রমজীবীদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। চটকল এ ছাটাই, ধর্মঘট, লকআউট দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। অন্যদিকে দরদী শ্রমজীবী নেতাদের অবসর গ্রহণ তথা প্রয়াত হওয়ার দরুণ নব নব নেতাদের উদয় এবং আপোষহীন সংগ্রামের পথ থেকে সেটিং বা সমঝোতার পথ গ্রহন তাদের সংগ্রামী জীবনকেও প্রভাবিত করে যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাদের স্থানীয় রাজনীতিতে।

সূত্রনির্দেশ

১) বি. ফলি, রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল (কলকাতা-১৯০৬)

২) সুকোমল সেন : ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, (কলি-২০১০), পৃষ্ঠা-২০৯।

৩) অমল দাস : বাংলার চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারি প্রভাব(১৮৭৫-১৯২০), অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, সম্পাদক নির্বাণ বসু, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা নং-১০১

৪) Indian Labour Gazette, Sept, 1951, VOL- IX, No- 3, page-176.

৫) Dilip Kumar Banerjee, Election Recoder, Star Publishing Haouse, 6th Revise Edition, Kolkat, 2012.

৬) নির্বাণ বসু : সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্পশ্রমিক আন্দোলন, অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬১।

৭) Sekhar Bondypadhyay : 'From Plassey to Partition', A History of Modern India, New Delhi, 2004. P-381.

৮) দীপক দাসগুপ্ত : একজুট চটকল শ্রমিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা, (বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন প্রকাশিত পুস্তিকা), ২০১০।

৯) ক্ষেত্রসমীক্ষা, Dipesh Chakraverty: Rethinking working class History: Bengal 1890-1940, (Princeton : 1989), page-121.

১০) Dilip Kumar Banerjee, ibid.

১১) দীপক দাসগুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-১৭-১৮।

১২) সাক্ষাৎকার, নিমাই সাহা, ফ.ব্ল. কাউন্সিলের, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-৬২, তারিখ-০৫০৮১৭।

১৩) সাক্ষাৎকার, সঞ্জয় সিং, টি.এম.সি. কাউন্সিলের, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-৪৫, তারিখ-০৬০৫১৭।

১৪) ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় : এক বর্ণ মিথ্যে নয় এবং..., পৃষ্ঠা নং-৩৭।

১৫) বুদ্ধের বচনে আমরা ও ওরা, আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ-১৮১১২০০৭।

১৬) ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় : এক বর্ণ মিথ্যে নয় এবং..., : পৃষ্ঠা নং-৫৮।

১৭) সাক্ষাৎকার, সঞ্জয় সিং, টি.এম.সি. কাউন্সিলের, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-৪৫, তারিখ-০৬০৫১৭।

১৮) সাক্ষাৎকার—অনিল চৌধুরী, চটকল শ্রমিক, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-২৮, তারিখ-০৫০৮১৬।

১৯) মঞ্চ সংবাদ, সংখ্যা-১৩, এপ্রিল, ১৯৯৪।

২০) সাক্ষাৎকার—রমেশ চৌধুরী, চটকল শ্রমিক, স্থান-গারুলিয়া, বয়স-২৮, তারিখ-০৫০৮১৬।

Scanned with OKEN Scanner